অধ্যায়-১০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৯.৭ শতাংশ শিশু (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১১ অনুযায়ী)। তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্রই নয়, বরং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও সুরক্ষা ইত্যাদি মৌলিক সামাজিক সেবা থেকে তারা বঞ্চিত। এই শিশুদেরকে সমতা ও বৈষম্যহীন পরিবেশে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যত। Child Labour Survey Bangladesh 2013 অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ১.৭০ মিলিয়ন এর মধ্যে ১.২৮ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর ৮নং লক্ষ্যের ৮.৭ লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসরণ করে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে কারখানাসমূহ পরিদর্শন করে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং শিশু শ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীতকার্যক্রমসমূহ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ ও সে আলোকে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

জাতীয়নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
• জাতীয়শিশুশ্রমনিরসননীতি	• ঝুঁকিপূর্ণকাজেনিয়োজিতশিশুদেরকেঝুঁকিপূর্ণকাজহতেবেরকরেস্বাভাবিকজীবনেফিরিয়েআনারজন্য এ পর্যন্ত ৪ টিপ্রকল্পগ্রহণকরাহয়েছে।

জাতীয়নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
২০১০ এবংশ্রম আইন ২০০৬ ● গৃহকর্মীসুরক্ষা ও কল্যাণনীতি ২০১৫ ● জাতীয়পেশাগতস্বাস্থ্য ও সেফটিনীতিমালা ২০১২ ● শ্রমআইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)অনুসারেধারা ২(৬৩) এ বলাহয়েছে “শিশুঅর্থ ১৪ বৎসরপূর্ণ করেননাই এমনকো	● শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়াধীনকলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানপরিদর্শনঅধিদপ্তরেরপরিদর্শকগণনিয়মিতশিশুশ্রমসংক্রান্তকার্যক্রমমনিটরিংকরছেএবংযেসকলশিল্পেশিশুদেরকেশ্রমেনিযুক্তকরাহচ্ছে সেসকলশিল্পমালিকদেরবিরুদ্ধেআইনানুগব্যবস্থানেয়াহচ্ছে। ২০১৫ সনহতেফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্তশিশুশ্রমনিরসনসংক্রান্তবিষয়ে ১৮৮টি মামলাহয়েছেযারমধ্যেনিষ্পত্তিহয়েছে ৫১টি। ● শিশুদেরজন্য ৩৮ টিকাজকেঝুঁকিপূর্ণকাজহিসাবেচিহ্নিতকরাহয়েছে। শিশুদেরজন্যঝুঁকিপূর্ণ ৩৮ টিসেক্টরেরমধ্যে ১১টি সেক্টরকে (অ্যালুমিনিয়াম, তামাক/বিড়ি, সাবান, প্লাস্টিক, কাচঁ, স্টোনক্রাসিং, স্পিনিং, সিল্ক, ট্যানারি, শীপব্রেকিং, তাঁত) শিশুশ্রমনিরসনে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছুরেরলক্ষ্যমাত্রাহিসেবেনির্ধারণকরাহয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরেরজন্যনতুন ১৭ টিসেক্টরনির্ধারণকরাহয়েছে। ● শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়েরমাধ্যমে “ঝুঁকিপূর্ণকাজেনিয়োজিতশিশুশ্রমনিরসন” শীর্ষকপ্রকল্পেরআওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ হাজারশিশুকেঝুঁকিপূর্ণকাজহতেবেরকরেস্বভাবিকজীবনেফিরিয়েআনাহয়েছে। এরইধারাবাহিকতায়এইপ্রকল্পেরমাধ্যমে৪র্থ পর্যায়েমোট ১ লক্ষশিশুকেঝুঁকিপূর্ণকাজহতেবেরকরেআনারউদ্যোগনেয়াহয়েছে। ● কর্মজীবীশিশুদেরকল্যাণেরজন্যবিভিন্নদপ্তরএবংসংশ্লিষ্টস্টেকহোল্ডারদেরমধ্যেসমন্বয়সাধনকরা। ● শিশুশ্রমসংশ্লিষ্টবাস্তবমুখীআইনপ্রণয়নএবংপ্রাতিষ্ঠানিকশক্তিশালীকরণেরমাধ্যমে এ আইনকেকার্যকরীকরাহয়েছে। ● শিশুশ্রমেরকুফলসম্পর্কেশিশুরপিতামাতা, সাধারণজনগণএবংসুশীলসমাজেরমধ্যেসচেতনতাসৃষ্টিকরারলক্ষ্যেসেক্ট

জাতীয়নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
নব্যক্তি”	রভিত্তিক/কারখানাভিত্তিকমালিককর্তৃপক্ষেরসাথেউদ্বুদ্ধকরণসভা/মতবিনিময়সভাএবংস্থানীয়প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদেরসাথেমতবিনিময়সভাহচ্ছে,প্রয়োজনেআইনানুগনোটিশ প্রদানএবংশ্রমআদালতেমামলাকরাহচ্ছে। ● শ্রমআইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এবংশ্রমবিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ীকারখানায়কর্মরতমাশ্রমিকেরশিশুদেরশিশুদিবাযত্নকেন্দ্রেরব্যবস্থাকরাহচ্ছে। ● গৃহকর্মীসুরক্ষা ও কল্যাণনীতি ২০১৫-এর মাধ্যমেগৃহকর্মেনিয়োজিতশিশুশ্রমিকদেরসুরক্ষাপ্রদানকরাহচ্ছে। ● কর্মজীবীশিশুদেরঝুঁকিপূর্ণকাজহতেবেরকরেআনারজন্যজাতীয়শিশুশ্রমকল্যাণপরিষদ (NCLWC)গঠনকরাএবংএরমাধ্যমেজেলা ও উপজেলাপর্যায়েগঠিতকমিটিসমূহেরশিশুশ্রমবিষয়ককার্যক্রমপর্যবেক্ষণকরাহয়। ● জাতীয়শিশুশ্রমনিরসন নীতি-২০১০ ও গৃহকর্মীসুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি - ২০১৫ বাস্তবায়নে ‘জাতীয়শিশুশ্রমকল্যাণপরিষদ’, ‘বিভাগীয়শিশুশ্রমকল্যাণপরিষদ’ ও ‘জেলাশিশুশ্রমপরিবীক্ষণকমিটি’ কর্তৃকসচেতনতামূলককর্মশালাআয়োজনেশ্রম ও ক র্মসংস্থানমন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানপরিদর্শনঅধিদপ্তর , প্রধানকার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানপরিদর্শনঅধিদপ্তরাধীন ০৮টি বিভাগ ও ২৩টি জেলাকার্যালয়এবং ০৩টি জেলাপ্রশাসকেরকার্যালয় -কে ২০১৭-১৮ অর্থবছরেশ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়েররাজস্ববাজেটহতেমোট ৪০. ০০ (চল্লিশলক্ষ) টাকাবরাদ্দপ্রদানকরাহয়েছে। ● জাতীয়পেশাগতস্বাস্থ্য ও সেফটিনীতিমালা ২০১২ এরমাধ্যমেশিশুদেরসুরক্ষাপ্রদানকরাহচ্ছে।

জাতীয়নীতি/কৌশল	কার্যক্রমসমূহ
	• ২০০৯ সনেশ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়ে"শিশুশ্রমশাখা"প্রতিষ্ঠাকরাহয়েছে। এটিদেশেরশিশুশ্রমনিরসনবিষয়কসকলনীতি ও কার্যক্রমবাস্তবায়নেকাজকরেযাচ্ছে। • শিশুশ্রমনিরসনেরলক্ষ্যেসামাজিকসচেতনতাএবংউদ্বুদ্ধকরণকার্যক্রমএ বংসচেতনতামূলকভিডিওবিভিন্নটিভিচ্যানেলেপ্রচারকরাহচ্ছে।
• সপ্তমপঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনা ও টেকসইউন্নয়নলক্ষ্যমাত্রা (SDG) এরপ্রেক্ষাপটেগৃহীতপদক্ষেপ ।	সপ্তমপঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনায়শিশুশ্রমনিরসনকেঅগ্রাধিকারপ্রদানকরাহয়েছে। • শিশুশ্রমনিরসননীতি ২০১০ বাস্তবায়নেরমাধ্যমেশিশুশ্রমনিরসনকরা; • সকলপ্রকারশিশুশ্রমনিরসনেরমাধ্যমেশিশুরজীবনমানেরউন্নয়নসাধনকরা ; • শিশুশ্রমনিরসনেরলক্ষ্যেস্বল্প, মধ্যএবংদীর্ঘমেয়াদীবিভিন্নপ্রোগ্রাম /প্রকল্পগ্রহণেরপদক্ষেপনেয়াহয়েছে; • সপ্তমপঞ্চবার্ষিকিপরিকল্পনা ও টেকসইউন্নয়নলক্ষ্যমাত্রা (SDG) এরআলোকে ২০২১ সালেরমধ্যেসকলপ্রকারঝুঁকিপূর্ণশিশুশ্রম ও ২০২৫ সালেরমধ্যেসকলপ্রকারশিশুশ্রমনিরসনকরারজন্যশ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়অন্যান্যমন্ত্রণালয়েরসাথেসংযুক্তহয়েকাজকরেযাচ্ছে। এরইধারাবাহিকতায় ১ লক্ষশিশুকেঝুঁকিপূর্ণশিশুশ্রমহতেসরিয়েআনারলক্ষ্যেএকটিপ্রকল্পগ্রহণকরাহয়েছে।

৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

বিগততিনবছরেশ্রম ও কর্সংস্থানমন্ত্রণালয়েশিশুসুরক্ষায়নানাবিধপদক্ষেপগ্রহণকরাহয়েছে।

- বাংলাদেশেশিশুশ্রমেরব্যাপকতাহ্রাসকরারনিমিত্তেআইএলওআইপেকপ্রোগ্রামেরঅধীনে ৯১ টিএ্যাকশনপ্রোগ্রামআইএলওবাংলাদেশএবংশ্রম ও

কর্মসংস্থানমন্ত্রণালয়কর্তৃকবাস্তবায়নকরাহয়েছে। শিশুদেরজন্য ৩৮ টিঝুঁকিপূর্ণকাজেরতালিকাপ্রণয়নকরাহয়েছে ।

- বাংলাদেশেঝুঁকিপূর্ণকাজেনিয়োজিতশিশুশ্রমনিরসন (৩য় পর্যায়) শীর্ষকপ্রকল্পেরআওতায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজারশিশুকেউপানুষ্ঠানিক ও কারিগরিশিক্ষাপ্রদানেরমাধ্যমেঝুঁকিপূর্ণশিশুশ্রমহতেসরিয়েনেয়াহয়েছে।
  বাংলাদেশেঝুঁকিপূর্ণকাজেনিয়োজিতশিশুশ্রমনিরসন (৪র্থ পর্যায়) শীর্ষকপ্রকল্পেরমাধ্যমে ১ লক্ষশিশুকেকর্মমূখী ও
  উপানুষ্ঠানিকশিক্ষাপ্রদানেরমাধ্যমেঝুঁকিপূর্ণশিশুশ্রমহতেসরিয়েআনারউদ্যোগগ্রহণকরাহয়েছে ।

- শিশুশ্রম মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল ৯৯৩ তে উন্নীত করা হয়েছে।

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠানে ৭৬৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- রাজস্ব বাজেটের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম উইং এর তত্ত্বাবধানে একটি শিশুশ্রম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পযন্ত ৩৭৫টি শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে।

- শ্রম অধিদপ্তরের নব নির্মিত শ্রম ভবনে শিশু সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি চাইল্ড কেয়ার স্থাপন করা হয়েছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

সারণি-১২: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়েরবাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত ২০১৭-১৮

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত ২০১৭-১৮
মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেট		২.২৭	
পরিচালন বাজেট		১.১১	
উন্নয়ন বাজেট		১.১৬	
মন্ত্রণালয়ের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট		০.২০	
পরিচালন বাজেট		০.১১	
উন্নয়ন বাজেট		০.১০	
জাতীয় বাজেট		**৪৬৪৬**	
জিডিপি		২৫,৩৭৮	
সরকারের মোট বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)		১৮.৩১	
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জিডিপি'র শতকরা হারে)		০.০১	
মন্ত্রণালয়ের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)		০.০৫	
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি'র শতকরা হারে)		০.০০	
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে)		০.০০	
মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হারে)		**৮.৮৬**	

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

৫.০ উত্তম চর্চা

"স্বাবলম্বী ফারজানা"

দুঃখ, কষ্টআরবাস্তবতার সাথে লড়াইকরেকাটছিলফারজানাও তাদের পরিবারের জীবন সংসার ।ওদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন, ফারজানারবাবা-মাহুমায়ূন ও মাজেদাএবংফারজানারতিনভাই। ওরাবসবাস করতোঢাকাশহরেরলালবাগশহীদনগর ৩

নংগলিরএকটিবাড়িতে। বাবাএকটিসামান্যদোকানেকাজকরে যে অর্থ উপার্জন করতোতাতেতাদেরবাসাভাড়াদিয়েতিন বেলাখাবারঠিকমতজুটতনা, শিক্ষাগ্রহনেরকোনসুযোগছিলনা।

সময়টাছিল অক্টোবর, ২০০৬।শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (২য় পর্যায়) প্রক ল্পের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ফারজানাকে নির্বাচিত করা হয়।প্রকল্পের মাধ্যমে এসুযোগ পেয়ে ফারজানালালবাগএলাকায় প্রতিষ্ঠিতকেন্দ্রের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ফারজানারবয়সএখন ২০বছরএবংফারজানার বাবাহুমায়ূনঅসুস্থ।শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে প রিচালিত টেইলরিংএরদক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে লালবাগেরশহীদ নগরএলাকার ২ নংগলিতেতার টেইলরিংয়ের দোকানদেন।এখন সে নিজে সেলাই-এর কাজকরে অর্থ উপার্জনকরেতারপুরোসংসারএবংতারভাইয়ের লেখাপড়ারখরচ চালাচ্ছে। এখনতাদের সংসারে কোন অভাব অনটন নেই ।শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগেএপ্রকল্পের মাধ্যমেউপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এরকম অনেকফারজানারজীবনেপরিবর্তনএসেছে।

৬.০ শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- ✓ জাতীয়শিশুশ্রমনিরসননীতি ২০১০ এবংশ্রমআইন ২০০৬ এরআলোকেনীতি, আইন, বিধিবাবাস্তবায়নেরসমন্বিতকর্ম-পরিকল্পনারঅভাব;
- ✓ শিশুশ্রমনিরসনেরজন্যমাঠপর্যায়েপ্রয়োজনীয়প্রশিক্ষিতজনবলেরঅভাব;
- ✓ শিশুশ্রমনিরসনেরজন্যঅভিভাবক ও তারপরিবারেরসচেতনতারঅভাব;
- ✓ শিশুবাজেটবাশিশুকেন্দ্রিকউন্নয়নকর্মকান্ডবাস্তবায়নেরসাথেসম্পর্কীতস্টেকহোল্ডারগণেরসাথে সমন্বয়হীনতা।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নেরপরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদ	পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম
২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা	• প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ (ত্রিশ) হাজার শিশুকে মাসিক ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান; • ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ৩০ (ত্রিশ) হাজার শিশুকে ৬ মাস মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান; • ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ৩০ (ত্রিশ) হাজার শিশুকে ৪ মাস মেয়াদী কর্মমূখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা; • শিশুশ্রম নিরসনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা; • মিডিয়াতে শিশুশ্রমের বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রচার প্রচারণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ; শিশুশ্রম নিরসনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী /প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত “জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ” , বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত “বিভাগীয় শিশুশ্রম কলাণ পরিষদ” , জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত “জেলা শিশু অধিকার ফোরাম” এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত “উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি”র মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

৮.০ উপসংহার ও ভবিষ্যৎ করণীয়

শিশুশ্রম নিরসন করে “ শিশু সুরক্ষার অধিকার” প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের। অভিভাবক, কারখানার মালিক শ্রমিকসহ সকল জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি করা, এবং এর মাধ্যমে শিশুশ্রম মুক্ত একটি দেশ হিসাবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে এ মন্ত্রণালয় । তবে, সরাসরি শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক কোন কার্যক্রম বা প্রকল্প এ মন্ত্রণালয়ের নেই। জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালার আলোকে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের নিমিত্তশ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং গৃহিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকররভাবে বাজেট ব্যবস্থাপনা করা হবে।